যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার বাণিজ্যচু

21 FEB 2026

জাতীয় স্বার্থ

৯ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করে বিগত অন্তর্বর্তী সরকার। জাতীয় নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে অস্থায়ী একটি সরকারের কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ঘটনা নানা কারণে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে চুক্তিতে শুল্ক ছাড়াও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা, বাজার উন্মোচন, জাতীয় নিরাপত্তাসহ কৌশলগত নানা শর্ত যুক্ত হওয়ায় এতে বাংলাদেশের স্বার্থ কতটা রক্ষিত হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে দুই পর্বে লিখেছেন **কল্লোল মোস্তফা**। আজ প্রকাশিত হলো **শেষ পর্ব**।

কল্লোল মোস্তফা

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের বেশ কিছু দেশ বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষর করেছে। অভিযোগ উঠেছে যে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তিতে রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা, বাজার উন্মোচন, জাতীয় নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিভিন্ন ধারায় যে ধরনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে, অন্য অনেক দেশের সঙ্গে চুক্তির শর্তগুলো ততটা কঠোর নয়।

বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অন্যান্য দেশের চুক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তির তুলনামূলক পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এ থেকে বোঝা যাবে, কোন দেশ কেমন চুক্তি করেছে, দর-কষাকষির মাধ্যমে দেশের স্বার্থ কতটা রক্ষা করতে পেরেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির (ইউএসটিআর) ওয়েবসাইটে এখন পর্যন্ত ৭টি দেশের চুক্তির কপি পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো হলো: মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ ও তাইওয়ান।

এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মালয়েশিয়ার চুক্তির কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ধারার সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তির অনুরূপ ধারার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো। এ থেকে বোঝা যাবে, চুক্তিতে কোন দেশের স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হয়েছে।

করসুবিধা-বিষয়ক অভিযোগ

বাংলাদেশ: যুক্তরাষ্ট্র তার রপ্তানির ওপর কর ছাড় দিলে বা কর না নিলে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) কোনো অভিযোগ করবে না (আর্টিকেল ২.১)।

মালয়েশিয়া: কোনো পক্ষই অন্য পক্ষের এ ধরনের করনীতির বিরুদ্ধে ডব্লিউটিওতে অভিযোগ করবে না (আর্টিকেল ২.১)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ডব্লিউটিওর কাছে অভিযোগ না জানানোর শর্তটি যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া উভয় দেশের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি একতরফা। এ ছাড়া মালয়েশিয়ার চুক্তিতে পাল্টা পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার কোনো অঙ্গীকার নেই।

ডিজিটাল বাণিজ্যচুক্তি

বাংলাদেশ: বাংলাদেশ যদি অন্য দেশের সঙ্গে ডিজিটাল বাণিজ্যচুক্তি করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি বাতিল করে আবার উচ্চশুল্ক আরোপ করতে পারবে (আর্টিকেল ৩.২)।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া অন্য দেশের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করবে (আর্টিকেল ৩.৩)।

মন্তব্য: বাংলাদেশ কার্যত যুক্তরাষ্ট্রকে চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা দিয়েছে। মালয়েশিয়া শুধু আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফলে মালয়েশিয়া নিজের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যনীতির স্বাধীনতা বেশি ধরে রেখেছে।

ডিজিটাল কনটেন্টে শুল্ক

বাংলাদেশ: বাংলাদেশ ডিজিটাল কনটেন্টে কোনো শুল্ক আরোপ না করার অঙ্গীকার করেছে (আর্টিকেল ৩.৩)।

মালয়েশিয়া: উভয় দেশ ডিজিটাল কনটেন্টে কোনো শুল্ক আরোপ না করার অঙ্গীকার করেছে। তবে চুক্তিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গ্যাট চুক্তির নিয়ম মেনে অভ্যন্তরীণ কর বা ফি আরোপের সুযোগ রাখা হয়েছে (আর্টিকেল ৩.৫)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়া ভবিষ্যতে ডিজিটাল কনটেন্ট থেকে রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগ রেখে দিয়েছে। বাংলাদেশ সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ

বাংলাদেশ : যুক্তরাষ্ট্র যদি অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তার কারণে কোনো বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেয়, বাংলাদেশকে তার সঙ্গে মিল রেখে একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে (আর্টিকেল ৪.১-১)।

মালয়েশিয়া: যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমা ঠিক করবে। এ ব্যবস্থা দুই দেশের যৌথ অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ মোকাবিলা এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদিচ্ছা ও পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে (আর্টিকেল ৫.১-১)।

মন্তব্য: বাংলাদেশ বাধ্যতামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার অঙ্গীকার করলেও মালয়েশিয়া এ রকম একতরফা কোনো অঙ্গীকার করেনি। আলোচনার সুযোগ রেখেছে এবং নিষেধাজ্ঞা অনুসরণের ক্ষেত্রে দুই দেশের যৌথ অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ মোকাবিলার শর্ত দিয়েছে।

বিদ্যমান অধিকারের স্বীকৃতি

বাংলাদেশ: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিদ্যমান অধিকারগুলোর কোনো স্বীকৃতি চুক্তিতে নেই।

মালয়েশিয়া: যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া উভয়ই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে থাকা তাদের অধিকার ও দায়িত্বগুলো মেনে চলবে। এর মধ্যে রয়েছে একটি দেশের সেই বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে, অন্যান্য ব্যবসা বা বাণিজ্য বন্ধ করতে পারে এবং জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে (আর্টিকেল ৭.১)।

মন্তব্য: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অধিকারগুলোর স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায্য শর্ত মোকাবিলার পথ খোলা রেখেছে।

তৃতীয় দেশের কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ: তৃতীয় কোনো দেশের কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কম দামে পণ্য রপ্তানি করলে তা ঠেকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে বাংলাদেশকে (আর্টিকেল ৪.১-২)।

মালয়েশিয়া: তৃতীয় কোনো দেশের কোম্পানি মালয়েশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কম দামে পণ্য রপ্তানি করলে মালয়েশিয়া নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে (আর্টিকেল ৫.১-২)।

মন্তব্য: বাংলাদেশ সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নিলেও মালয়েশিয়া নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

বিনিয়োগ সুবিধা

বাংলাদেশ: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও রপ্তানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ও অবকাঠামো খাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে (আর্টিকেল ৫.১)। তেল-গ্যাস, বিমা ও টেলিযোগাযোগ খাতে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি বিনিয়োগে কোনো সীমা আরোপ করা যাবে না (আর্টিকেল ১.১৬, অ্যানেক্স ৩)।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া নিজস্ব আইন অনুযায়ী খনিজ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ও অবকাঠামো খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ সহজ করবে (আর্টিকেল ৬.১)। মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রপ্তানি নিষিদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে (আর্টিকেল ৬.২, অ্যানেক্স ৩)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়া নিজ দেশের আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশের মতো নিজ দেশের কোম্পানির মতো সমান সুযোগ দেওয়ার অঙ্গীকার করেনি, তেল-গ্যাস-বিমা-টেলিযোগাযোগের মতো কৌশলগত খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগসীমা তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি এবং তেল-গ্যাসের মতো জ্বালানি রপ্তানি অনুমোদনের অঙ্গীকার করেনি।

ভর্তুকিসংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশ: যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত অনুরোধে বাংলাদেশকে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দেওয়া সব ধরনের ভর্তুকির তথ্য দিতে হবে এবং প্রতিযোগিতায় ভর্তুকির ক্ষতিকর প্রভাব উদ্যোগ নিতে হবে (আর্টিকেল ৫.২)। চু হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে কাছে সব ধরনের ভর্তুকির পূর্ণ বিবরণ হবে। (সেকশন ৬, অ্যানেক্স ৩)

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে নয়', এমন ভর্তুকির তথ্য প্রদান বাজারের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিকর প্রভাব উদ্যোগ নেবে (আর্টিকেল ৬.২)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়া শুধু গোপনীয় ভর্তুকির তথ্য যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদানের প্রতি এবং ডব্লিউটিওকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দেওয়ার কোনো অঙ্গীকার না শিল্পের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছে।

কৃষিপ্রযুক্তিপণ্য

বাংলাদেশ: চুক্তি স্বাক্ষরের ২৪ মাসের নীতিমালা তৈরি করতে হবে যেন যুক্তরা বলে স্বীকৃত বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযু পরীক্ষা ও বাড়তি কোনো লেবেলিং ছাড়াই প্রবেশ করতে পারে (আর্টিকেল ১.৬, অ্যা

মালয়েশিয়া: দেশের আইন অনুযায়ী জৈব প্রযুক্তিপণ্য মালয়েশিয়ার বাজা সহযোগিতা করবে (আর্টিকেল ২.১১, অ্যা

মন্তব্য: বাংলাদেশ জেনেটিক্যালি কৃষি ও খাদ্যপণ্য আমদানির নিয়ন্ত্রণ এমনকি লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করতে পারবে না যে সেটা জনস্বাস্থ্যের জন্য মালয়েশিয়া দেশের আইন অনুযায়ী কথা বলে এই বাধ্যবাধকতা পাশ কাটিয়ে

সার্বিক বিশ্লেষণ

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে,

- মালয়েশিয়ার চুক্তির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এই চুক্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

ষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার বাণিজ্যচুক্তির তুলনা

প্রথম আলো
21 FEB 2026

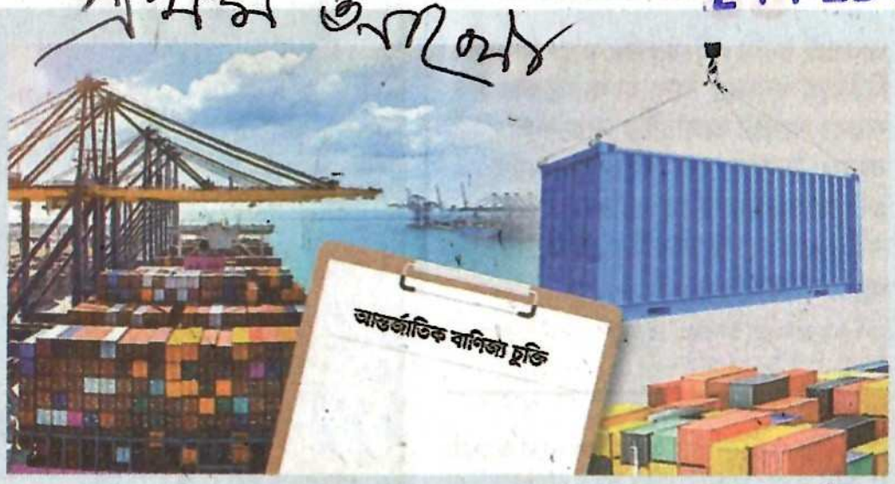

কটি
অন্তর্বর্তী
তিন
রের
এই
ন
করে
গ্রণ,
াচন,
নানা
শর স্বার্থ
প্রশ্নের
দুই পর্বে
জ

মোস্তফা

লো ততটা
ন্য দেশের
লনামূলক
াখা যাবে,
কষাকষির
পেরেছে।
এসটিআর)
ক্তির কপি
লয়েশিয়া,
য়াতেমালা,
ার চুক্তির
শের চুক্তির
রা হলো।
দশের স্বার্থ

করসুবিধা-বিষয়ক অভিযোগ

বাংলাদেশ: যুক্তরাষ্ট্র তার রপ্তানির ওপর কর ছাড় দিলে বা কর না নিলে বাংলাদেশ তার বিরুদ্ধে কোনো পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) কোনো অভিযোগ করবে না (আর্টিকেল ২.১)।

মালয়েশিয়া: কোনো পক্ষই অন্য পক্ষের এ ধরনের করনীতির বিরুদ্ধে ডব্লিউটিওতে অভিযোগ করবে না (আর্টিকেল ২.১)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ডব্লিউটিওর কাছে অভিযোগ না জানানোর শর্তটি যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া উভয় দেশের জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটি একতরফা। এ ছাড়া মালয়েশিয়ার চুক্তিতে পাল্টা পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার কোনো অঙ্গীকার নেই।

ডিজিটাল বাণিজ্যচুক্তি

বাংলাদেশ: বাংলাদেশ যদি অন্য দেশের সঙ্গে ডিজিটাল বাণিজ্যচুক্তি করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি বাতিল করে আবার উচ্চশুল্ক আরোপ করতে পারবে (আর্টিকেল ৩.২)।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া অন্য দেশের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করার আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করবে (আর্টিকেল ৩.৩)।

মন্তব্য: বাংলাদেশ কার্যত যুক্তরাষ্ট্রকে চুক্তি বাতিল করার ক্ষমতা দিয়েছে। মালয়েশিয়া শুধু আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ফলে মালয়েশিয়া নিজের পররাষ্ট্র ও বাণিজ্যনীতির স্বাধীনতা বেশি ধরে রেখেছে।

ডিজিটাল কনটেন্টে শুল্ক

বাংলাদেশ: বাংলাদেশ ডিজিটাল কনটেন্টে কোনো শুল্ক আরোপ না করার অঙ্গীকার করেছে (আর্টিকেল ৩.৩)।

মালয়েশিয়া: উভয় দেশ ডিজিটাল কনটেন্টে কোনো শুল্ক আরোপ না করার অঙ্গীকার করেছে। তবে চুক্তিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার গ্যাট চুক্তির নিয়ম মেনে অভ্যন্তরীণ কর বা ফি আরোপের সুযোগ রাখা হয়েছে (আর্টিকেল ৩.৫)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়া ভবিষ্যতে ডিজিটাল কনটেন্ট থেকে রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগ রেখে দিয়েছে। বাংলাদেশ সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা অনুসরণ

বাংলাদেশ: যুক্তরাষ্ট্র যদি অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তার কারণে কোনো বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা দেয়, বাংলাদেশকে তার সঙ্গে মিল রেখে একই ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে (আর্টিকেল ৪.১-১)।

মালয়েশিয়া: যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে অথবা ব্যবস্থা গ্রহণের সময়সীমা ঠিক করবে। এ ব্যবস্থা দুই দেশের যৌথ অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ মোকাবিলা এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সদিচ্ছা ও পারস্পরিক অঙ্গীকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে (আর্টিকেল ৫.১-১)।

মন্তব্য: বাংলাদেশ বাধ্যতামূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার অঙ্গীকার করলেও মালয়েশিয়া এ রকম একতরফা কোনো অঙ্গীকার করেনি। আলোচনার সুযোগ রেখেছে এবং নিষেধাজ্ঞা অনুসরণের ক্ষেত্রে দুই দেশের যৌথ অর্থনৈতিক বা জাতীয় নিরাপত্তা উদ্বেগ মোকাবিলার শর্ত দিয়েছে।

বিদ্যমান অধিকারের স্বীকৃতি

বাংলাদেশ: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের বিদ্যমান অধিকারগুলোর কোনো স্বীকৃতি চুক্তিতে নেই।

মালয়েশিয়া: যুক্তরাষ্ট্র ও মালয়েশিয়া উভয়ই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে থাকা তাদের অধিকার ও দায়িত্বগুলো মেনে চলবে। এর মধ্যে রয়েছে একটি দেশের সেই বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারে, অন্যায্য ব্যবসা বা বাণিজ্য বন্ধ করতে পারে এবং জনগণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে (আর্টিকেল ৭.১)।

মন্তব্য: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অধিকারগুলোর স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্যায্য শর্ত মোকাবিলার পথ খোলা রেখেছে।

তৃতীয় দেশের কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশ: তৃতীয় কোনো দেশের কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কম দামে পণ্য রপ্তানি করলে তা ঠেকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে বাংলাদেশকে (আর্টিকেল ৪.১-২)।

মালয়েশিয়া: তৃতীয় কোনো দেশের কোম্পানি মালয়েশিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রে কম দামে পণ্য রপ্তানি করলে মালয়েশিয়া নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে (আর্টিকেল ৫.১-২)।

মন্তব্য: বাংলাদেশ সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে নিলেও মালয়েশিয়া নিজস্ব আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছে।

বিনিয়োগ সুবিধা

বাংলাদেশ: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও রপ্তানির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা করতে হবে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ও অবকাঠামো খাতে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে (আর্টিকেল ৫.১)। তেল-গ্যাস, বিমা ও টেলিযোগাযোগ খাতে যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজি বিনিয়োগে কোনো সীমা আরোপ করা যাবে না (আর্টিকেল ১.১৬, অ্যানেক্স ৩)।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া নিজস্ব আইন অনুযায়ী খনিজ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন ও অবকাঠামো খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ সহজ করবে (আর্টিকেল ৬.১)। মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রপ্তানি নিষিদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে (আর্টিকেল ৬.২, অ্যানেক্স ৩)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়া নিজ দেশের আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাংলাদেশের মতো নিজ দেশের কোম্পানির মতো সমান সুযোগ দেওয়ার অঙ্গীকার করেনি, তেল-গ্যাস-বিমা-টেলিযোগাযোগের মতো কৌশলগত খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগসীমা তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি এবং তেল-গ্যাসের মতো জ্বালানি রপ্তানি অনুমোদনের অঙ্গীকার করেনি।

ভর্তুকিসংক্রান্ত তথ্য

বাংলাদেশ: যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত অনুরোধে বাংলাদেশকে দেশের ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দেওয়া সব ধরনের ভর্তুকির তথ্য দিতে হবে এবং বাজারের প্রতিযোগিতায় ভর্তুকির ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের উদ্যোগ নিতে হবে (আর্টিকেল ৫.২)। চুক্তি কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে ডব্লিউটিওর কাছে সব ধরনের ভর্তুকির পূর্ণ বিবরণ জমা দিতে হবে। (সেকশন ৬, অ্যানেক্স ৩)

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রকে 'গোপনীয় নয়', এমন ভর্তুকির তথ্য প্রদান করবে এবং বাজারের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনের উদ্যোগ নেবে (আর্টিকেল ৬.২)।

মন্তব্য: মালয়েশিয়া শুধু গোপনীয় নয়, এমন ভর্তুকির তথ্য যুক্তরাষ্ট্রকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ডব্লিউটিওকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তুকির তথ্য দেওয়ার কোনো অঙ্গীকার না করে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছে।

কৃষিপ্রযুক্তিপণ্য

বাংলাদেশ: চুক্তি স্বাক্ষরের ২৪ মাসের মধ্যে এমন নীতিমালা তৈরি করতে হবে যেন যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপদ বলে স্বীকৃত বায়োটেকনোলজি বা জৈবপ্রযুক্তিপণ্য বিনা পরীক্ষা ও বাড়তি কোনো লেবেলিং ছাড়াই বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে (আর্টিকেল ১.৬, অ্যানেক্স ৩)।

মালয়েশিয়া: দেশের আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের জৈব প্রযুক্তিপণ্য মালয়েশিয়ার বাজারে প্রবেশে সহযোগিতা করবে (আর্টিকেল ২.১১, অ্যানেক্স ৩)।

মন্তব্য: বাংলাদেশ জেনেটিক্যালি মডিফাইড কৃষি ও খাদ্যপণ্য আমদানির নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে; এমনকি লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করতে বাধ্য করতে পারবে না যে সেটা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। মালয়েশিয়া দেশের আইন অনুযায়ী সহযোগিতার কথা বলে এই বাধ্যবাধকতা পাশ কাটিয়েছে।

সার্বিক বিশ্লেষণ

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া বেশ কৌশলী অবস্থান নিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কমানোর জন্য বাধ্য হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করলেও চুক্তির সব শর্ত বাংলাদেশের মতো একতরফাভাবে মেনে নেয়নি; দক্ষতার সঙ্গে দর-কষাকষির মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির শর্তগুলো উভয় পক্ষের জন্য প্রযোজ্য রেখেছে। চুক্তিতে দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক আইন মানার শর্ত যুক্ত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে আলোচনার সুযোগ রেখেছে।

অথচ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতাগুলো স্রেফ একতরফা, নিজস্ব আইন বা আন্তর্জাতিক চুক্তির রক্ষাকবচ অনুপস্থিত। মালয়েশিয়ার চুক্তিতে নেই, এ রকম ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক ধারাও বাংলাদেশের চুক্তিতে রয়েছে। যেমন : বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনাকাটা বাড়াতে হবে এবং অন্য দেশ থেকে কেনা কমাতে হবে (সেকশন ৬, অ্যানেক্স ৩); যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে (আর্টিকেল ৫.১) এবং চুক্তি কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় সব ধরনের ভর্তুকির তথ্য জমা দিতে হবে (সেকশন ৬, অ্যানেক্স ৩)।

বাংলাদেশের করণীয়

মালয়েশিয়ার চুক্তির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। দর-কষাকষির মাধ্যমে দেশের স্বার্থ যতটুকু রক্ষা করা যেত, অন্তর্বর্তী সরকার তা করেনি বা করতে পারেনি। আসলে এ ধরনের একটা চুক্তিতে দেশের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে ধরনের অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন, তা একটি অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের থাকে না। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিটি তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এই চুক্তিতে যেভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তা নবনির্বাচিত বিএনপি সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে চুক্তিটি এখনো কার্যকর হয়নি। নিয়ম হলো, উভয় দেশে অভ্যন্তরীণ আইনগত অনুমোদন সম্পন্ন হওয়ার পর এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিফিকেশন বিনিময়ের ৬০ দিন পর চুক্তিটি কার্যকর হবে (আর্টিকেল ৬.৬); কাজেই বিএনপি সরকারের উচিত, জাতীয় স্বার্থে এই সুযোগ কাজে লাগানো এবং চুক্তিটি কার্যকর হওয়ার আগেই পার্লামেন্টারি রিভিউ কমিটির মাধ্যমে চুক্তিটি পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া।

- মালয়েশিয়ার চুক্তির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে অন্তর্বর্তী সরকার বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত ও বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এই চুক্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

● **কল্লোল মোস্তফা** লেখক ও গবেষক

*মতামত লেখকের নিজস্ব

The Business Standard
21 FEB 2026

Bangladesh seeks 3-year deferral of LDC graduation

LDC – BANGLADESH

TBS REPORT

The government has formally sought a three-year deferral of Bangladesh's graduation from the Least Developed Country category, citing a series of global and local problems that have disrupted its preparatory efforts.

According to officials, a letter signed by Economic Relations Division Secretary Md Shahriar Kader Siddiky was sent on 18 February to Jose Antonio Ocampo, chair of the United Nations Committee for Development Policy (CDP). The committee is scheduled to meet from 24 to 28 February to review Bangladesh's appeal and related matters.

As per the schedule, Bangladesh is set to graduate on 24 November this year.

Preparatory period did not work properly

In the letter, Bangladesh expressed deep appreciation for the international recognition of its development progress and the five-year preparatory period granted earlier to support a smooth transition following the unprecedented impact of the Covid-19 pandemic.

Since the CDP first recommended Bangladesh's graduation, the government has remained committed to ensuring the process is smooth, sustainable, and irreversible, the letter reads.

To that end, Bangladesh formulated its Smooth Transition Strategy (STS) with technical support from the UN Department of Economic and Social Affairs. A high-level steering committee, chaired by the head of government, has been overseeing its implementation.

Reform initiatives have also been rolled out to boost productive capacity, diversify exports, strengthen competitiveness, and enhance economic resilience.

However, the letter notes that the context in which Bangladesh has been preparing for graduation has been "exceptionally challenging".

"While the country continues to comfortably meet all three graduation criteria — Gross National Income per capita, Human Assets Index, and Economic Vulnerability Index — the preparatory period has been severely disrupted by a succession of overlapping external and domestic shocks," according to the letter.

Govt seeks a three-year deferral of LDC graduation

Govt argues that five-year preparatory period did not function properly

Bangladesh is scheduled to graduate on 24 November this year

UN CDP to review Bangladesh's request on 24-28 February

Macroeconomic stability, export competitiveness may face challenges if the LDC graduates now

BGMEA president welcomed the government move

Economist Fahmida Khatun said Bangladesh still meets all three graduation benchmarks, making approval uncertain

Global turmoil, domestic strains

Among the external factors cited are the lingering aftereffects of the Covid-19 pandemic and sluggish global recovery; the Russia-Ukraine war and its spillover impacts on global energy and food markets, and the Middle East war; tightening global financial conditions; and slow recovery in international trade.

On the domestic front, irregularities in the financial sector, the July 2024 Uprising that resulted in a change of government, and the continued burden of hosting forcibly displaced Myanmar nationals have compounded the strain on public finances.

These combined shocks have led to macroeconomic instability, slower GDP growth, elevated inflation, declining trends in public and private investment, and a weakening tax-GDP ratio, according to the letter.

Foreign exchange reserves have come under pressure, imports of capital machinery and raw materials have fallen, and new job creation has slowed. The banking sector and capital market have faced mounting governance and macroeconomic challenges, contributing to a reversal in poverty reduction trends.

"As a result, policy focus necessarily shifted towards short-term stabilisation and crisis management."

Trade risks, preference erosion

The government also flagged growing uncertainty over post-LDC trade and market access.

Concerns include Bangladesh's probable ineligibility for the EU's GSP+ facility for its readymade garment exports, potential reciprocal tariffs by the US, evolving bilateral trade arrangements, and heightened instability in global trade rules.

Given the country's heavy export concentration in the RMG sector, alongside persistent energy and infrastructure constraints, "premature preference erosion due to graduation could undermine export competitiveness and development momentum," the letter reads.

Request under crisis response provision

In light of these considerations, the government warned that proceeding with graduation under the existing timeline could pose significant risks to macroeconomic stability, export performance ...

> *We are now in February, and the process of making decisions regarding promotion is time-consuming; it is not easy to complete this process before November.*
>
> **DR FAHMIDA KHATUN**
> EXECUTIVE DIRECTOR OF CENTRE FOR POLICE DIALOGUE

needed to stabilise the macroeconomy, consolidate reforms, and com-

approval process could extend until September or October, officials added.

They noted that the formal review process has now begun, and subsequent steps will depend on the outcome of the ongoing evaluation.

Calling the move a positive step for Bangladesh's export sector, BGMEA President Mahmudul Hasan Khan told The Business Standard that 12 or 16 federations of businesses had raised this demand together.

He said, "As a result of this initiative, we will get some time to address the local and international challenges of trade and commerce. If we can utilise that time properly, it will be of great benefit."

For example, new trade opportunities — such as Free Trade Agreements, Preferential Trade Agreements or Economic Partnership Agreements — may open up. But these agreements do not materialise overnight. They require careful preparation, technical analysis, and lengthy negotiations carried out in stages, he said.

If rushed, there is a risk of securing unfavourable terms or overlooking key national interests, the BGMEA leader warned.

Dr Fahmida Khatun, executive director of Centre for Police Dialogue, said, "We are now in February, and the process of making decisions regarding promotion is time-consuming; it is not easy to complete this process before November. Therefore, from a practical perspective, the possibility of a time extension seems comparatively thin."

In the international arena, such decisions of time extensions are not driven by emotion or political rhetoric, but rather based strictly on data, statistics, and measurable indicators, she said.

Bangladesh remains above the ...

egory, citing a series of global and local problems that have disrupted its preparatory efforts.

According to officials, a letter signed by Economic Relations Division Secretary Md Shahriar Kader Siddiky was sent on 18 February to Jose Antonio Ocampo, chair of the United Nations Committee for Development Policy (CDP). The committee is scheduled to meet from 24 to 28 February to review Bangladesh's appeal and related matters.

As per the schedule, Bangladesh is set to graduate on 24 November this year.

port from the UN Department of Economic and Social Affairs. A high-level steering committee, chaired by the head of government, has been overseeing its implementation.

Reform initiatives have also been rolled out to boost productive capacity, diversify exports, strengthen competitiveness, and enhance economic resilience.

However, the letter notes that the context in which Bangladesh has been preparing for graduation has been "exceptionally challenging".

"While the country continues to comfortably meet all three graduation criteria — Gross National Income per capita, Human Assets Index, and Economic Vulnerability Index — the preparatory period has been severely disrupted by a succession of overlapping external and domestic shocks," according to the letter.

- Govt seeks a three-year deferral of LDC graduation
- Govt argues that five-year preparatory period did not function properly
- Bangladesh is scheduled to graduate on 24 November this year
- UN CDP to review Bangladesh's request on 24–28 February

- Macroeconomic stability, export competitiveness may face challenges if the LDC graduates now
- BGMEA president welcomed the government move
- Economist Fahmida Khatun said Bangladesh still meets all three graduation benchmarks, making approval uncertain

Global turmoil, domestic strains

Among the external factors cited are the lingering aftereffects of the Covid-19 pandemic and sluggish global recovery; the Russia-Ukraine war and its spillover impacts on global energy and food markets, and the Middle East war; tightening global financial conditions; and slow recovery in international trade.

On the domestic front, irregularities in the financial sector, the July 2024 Uprising that resulted in a change of government, and the continued burden of hosting forcibly displaced Myanmar nationals have compounded the strain on public finances.

These combined shocks have led to macroeconomic instability, slower GDP growth, elevated inflation, declining trends in public and private investment, and a weakening tax-GDP ratio, according to the letter.

Foreign exchange reserves have come under pressure, imports of capital machinery and raw materials have fallen, and new job creation has slowed. The banking sector and capital market have faced mounting governance and macroeconomic challenges, contributing to a reversal in poverty reduction trends.

"As a result, policy focus necessarily shifted towards short-term stabilisation and crisis management," the letter said, adding that several priority actions under the STS could not be fully operationalised.

"The five-year preparatory period, intended to provide space for structured preparation for graduation, has instead been dominated by crisis management, economic stabilisation, and a struggle for survival. Thus, the preparatory period has not functioned as intended," the letter reads.

Trade risks, preference erosion

The government also flagged growing uncertainty over post-LDC trade and market access.

Concerns include Bangladesh's probable ineligibility for the EU's GSP+ facility for its readymade garment exports, potential reciprocal tariffs by the US, evolving bilateral trade arrangements, and heightened instability in global trade rules.

Given the country's heavy export concentration in the RMG sector, alongside persistent energy and infrastructure constraints, "premature preference erosion due to graduation could undermine export competitiveness and development momentum," the letter reads.

Request under crisis response provision

In light of these considerations, the government warned that proceeding with graduation under the existing timeline could pose significant risks to macroeconomic stability, export performance, employment, and poverty reduction — potentially undermining the sustainability and irreversibility of graduation.

Accordingly, Bangladesh has requested the CDP to extend the preparatory period by an additional three years — until 24 November 2029 — under the crisis response provision of the Enhanced Monitoring Mechanism.

Authorities said such an extension would provide the policy space needed to stabilise the macroeconomy, consolidate reforms, and complete priority actions under the STS, ensuring that graduation aligns with the broader goal of sustained and inclusive development.

> *We are now in February, and the process of making decisions regarding promotion is time-consuming; it is not easy to complete this process before November.*
>
> **DR FAHMIDA KHATUN**
> EXECUTIVE DIRECTOR OF CENTRE FOR POLICE DIALOGUE

Sources said an initial assessment report could be prepared within two weeks of the February meeting. The CDP is expected to issue its observations and recommendations thereafter, with a final decision likely in September.

The ultimate decision will be adopted by the UN General Assembly, and the full recommendation and approval process could extend until September or October, officials added.

They noted that the formal review process has now begun, and subsequent steps will depend on the outcome of the ongoing evaluation.

Calling the move a positive step for Bangladesh's export sector, BGMEA President Mahmudul Hasan Khan told The Business Standard that 12 or 16 federations of businesses had raised this demand together.

He said, "As a result of this initiative, we will get some time to address the local and international challenges of trade and commerce. If we can utilise that time properly, it will be of great benefit."

For example, new trade opportunities — such as Free Trade Agreements, Preferential Trade Agreements or Economic Partnership Agreements — may open up. But these agreements do not materialise overnight. They require careful preparation, technical analysis, and lengthy negotiations carried out in stages, he said.

If rushed, there is a risk of securing unfavourable terms or overlooking key national interests, the BGMEA leader warned.

Dr Fahmida Khatun, executive director of Centre for Police Dialogue, said, "We are now in February, and the process of making decisions regarding promotion is time-consuming; it is not easy to complete this process before November. Therefore, from a practical perspective, the possibility of a time extension seems comparatively thin."

In the international arena, such decisions of time extensions are not driven by emotion or political rhetoric, but rather based strictly on data, statistics, and measurable indicators, she said.

Bangladesh remains above the required thresholds in all three graduation criteria —GNI per capita, HAI, and EVI. Even in the most recent assessment, it met the benchmarks under each of these indicators, the CPD executive director said. She said that to get an extension, it is usually necessary to show that at least two of the main indicators have developed significant weaknesses or that the risks have increased.

Therefore, it may be difficult to secure an extension solely by showing macroeconomic pressure, she thinks.

PARATION FOR COUNTRY STATUS CHANGE NOT COMPLETE

Bangladesh formally seeks three-year deferral of LDC graduation

Enhanced Monitoring Mechanism (EMM) crisis-response provision invoked

FE REPORT

Govt argues extending graduation timeline would provide critical policy space to stabilise macroeconomy, consolidate ongoing reforms, complete priority actions under Smooth Transition Strategy (STS)

The Financial Express

21 FEB 2026

Bangladesh's newly elected government has formally requested a three-year extension of preparatory period for graduation from the least-developed country (LDC) category, citing transition-plan upsets for prolonged global shocks, domestic economic strains and political upheavals.

Sources say the request was made just a day after the new administration assumed office and got down to business transaction on a quick reappraisal of the ground realities.

On behalf of the government, Economic Relations Division (ERD) Secretary Md. Shahriar Kader Siddiky sent a letter Wednesday to José Antonio Ocampo, Chair of the United Nations Committee for Development Policy (CDP), seeking an extension of the LDC-graduation-preparatory period until November 24, 2029.

The crisis-response provision of the Enhanced Monitoring Mechanism (EMM) is invoked to substantiate the request for deferment.

Under the existing timeline, Bangladesh is scheduled to graduate from the global LDC club on November 24, 2026, with the third and final review process currently underway. The United Nations Committee for Development Policy (CDP) is expected to consider the government's request in the months ahead.

Earlier, the outgoing interim government-responding to appeals from leading business bodies and economists-had recommended pursuing a coordinated approach with countries such as Nepal and Laos, which are also set to graduate around the same period, to seek an extension until 2030.

The post-uprising interim administration, however, left the final decision to the elected government.

Speaking to journalists on Wednesday after taking charge of the commerce ministry, Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir said the government would take all necessary steps to delay LDC graduation.

He said the ministry had already begun work and would coordinate closely with the ERD to advance the process.

The ERD secretary sent the letter to the CDP chair the same day.

Towfiqul Islam Khan, Additional Director (Research) at the Centre for Policy Dialogue (CPD), says Bangladesh can submit a formal request, but the final decision rests with the CDP.

He advises that the government may consider adopting a cabinet decision on deferring graduation, noting that such a decision had previously been taken at a cabinet meeting regarding LDC graduation.

He further observes that although the interim government requested a review of the country's status, it did not submit a detailed technical analysis in support of deferral.

"If we want to defer it, we should submit a technical report providing evidence to justify the request," he told The Financial Express.

According to established criteria, Bangladesh remains the thresholds, the five-year preparatory period has been "severely disrupted" by overlapping crises.

"These include the prolonged aftereffects of the COVID-19 pandemic, the Russia-Ukraine war and its spillover effects on global energy and food markets, tightening global financial conditions, and disruptions to international trade," he writes.

He has also cited domestic challenges, including financial-sector irregularities, pressure on foreign-exchange reserves, high inflation, declining investment and political changes following the mass uprising in 2024, and the unresolved issue of Rohingya repatriation to Myanmar.

"As a result, policy focus necessarily shifted toward short-term stabilization and crisis management, diverting attention from the preparatory process," the secretary notes.

"Consequently, the preparatory period has not functioned as originally intended."

The government has expressed concern over Economic and Social Affairs (UN-DESA) and established a high-level steering committee, chaired by the Head of Government, to oversee its implementation.

However, several structural reforms-including customs modernisation, energy-sector reforms and export diversification-remain behind schedule owing to cumulative shocks.

The letter also refers to findings from an independent Graduation Readiness Assessment commissioned by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS), which reportedly concluded that the preparatory period had been "severely disrupted" and cautioned that graduation in November 2026 may not fully align with the UN principle of avoiding disruption to development progress.

"Such an extension would provide the necessary policy space to stabilize the macroeconomic situation, consolidate reforms, and ensure that Bangladesh's graduation is fully consistent with the shared objective of sustained and inclusive development," Siddiky has written.

Welcoming the initiative of the newly elected government, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem says they hope the new cabinet will formally decide to defer LDC graduation.

"We met the new Prime Minister before the election, and he also expressed his concerns regarding the graduation," Hatem told the FE.

He holds the hope that the government would submit a strong technical analysis in favour of deferring graduation.

The BKMEA president says if the government succeeds in securing the deferral, it would help ensure a smoother transition plan to address potential graduation shocks-something he claims had not been adequately undertaken by the previous government.

"There was even an incident of stepping back from the graduation move just a week before the deadline," he mentions.

newsmanjasi@gmail.com

Sources say the request was made just a day after the new administration assumed office and got down to business transaction on a quick reappraisal of the ground realities.

On behalf of the government, Economic Relations Division (ERD) Secretary Md. Shahriar Kader Siddiky sent a letter Wednesday to José Antonio Ocampo, Chair of the United Nations Committee for Development Policy (CDP), seeking an extension of the LDC-graduation-preparatory period until November 24, 2029.

The crisis-response provision of the Enhanced Monitoring Mechanism (EMM) is invoked to substantiate the request for deferment.

Under the existing timeline, Bangladesh is scheduled to graduate from the global LDC club on November 24, 2026, with the

reforms, complete priority actions under Smooth Transition Strategy (STS)

The Financial Express

21 FEB 2026

third and final review process currently underway. The United Nations Committee for Development Policy (CDP) is expected to consider the government's request in the months ahead.

Earlier, the outgoing interim government-responding to appeals from leading business bodies and economists-had recommended pursuing a coordinated approach with countries such as Nepal and Laos, which are also set to graduate around the same

period, to seek an extension until 2030.

The post-uprising interim administration, however, left the final decision to the elected government.

Speaking to journalists on Wednesday after taking charge of the commerce ministry, Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir said the government would take all necessary steps to delay LDC graduation.

He said the ministry had already begun work and would coordinate closely with the ERD to advance the process.

The ERD secretary sent the letter to the CDP chair the same day.

Towfiqul Islam Khan, Additional Director (Research) at the Centre for Policy Dialogue (CPD), says Bangladesh can submit a formal request, but the final decision rests with the CDP.

He advises that the government may consider adopting a cabinet decision on deferring graduation, noting that such a decision had previously been taken at a cabinet meeting regarding LDC graduation.

He further observes that although the interim government requested a review of the country's status, it did not submit a detailed technical analysis in support of deferral.

"If we want to defer it, we should submit a technical report providing evidence to justify the request," he told The Financial Express.

According to established criteria, Bangladesh remains on track to graduate on schedule, but analysts warn that doing so without adequate preparation could affect a smooth transition.

In the letter, the government argues that extending the graduation timeline would provide critical policy space to stabilise the macroeconomy, consolidate ongoing reforms and complete priority actions under the Smooth Transition Strategy (STS).

Bangladesh's graduation was endorsed by the United Nations General Assembly following the CDP's recommendation (Resolution A/RES/76/8), after the country met all three graduation criteria-Gross National Income per capita, Human Assets Index and Economic Vulnerability Index-in the 2018 and 2021 triennial reviews.

In his communication, Siddiky emphasized that although Bangladesh continues to meet the thresholds, the five-year preparatory period has been "severely disrupted" by overlapping crises.

"These include the prolonged aftereffects of the COVID-19 pandemic, the Russia-Ukraine war and its spillover effects on global energy and food markets, tightening global financial conditions, and disruptions to international trade," he writes.

He has also cited domestic challenges, including financial-sector irregularities, pressure on foreign-exchange reserves, high inflation, declining investment and political changes following the mass uprising in 2024, and the unresolved issue of Rohingya repatriation to Myanmar.

"As a result, policy focus necessarily shifted toward short-term stabilization and crisis management, diverting attention from the preparatory process," the secretary notes.

"Consequently, the preparatory period has not functioned as originally intended."

The government has expressed concern over uncertainties surrounding post-LDC trade arrangements, particularly Bangladesh's potential ineligibility for the European Union's GSP+ scheme for ready-made garments and the imposition of reciprocal tariffs by the United States.

Given the country's heavy reliance on ready-made garment exports, officials warn that premature erosion of trade preferences could expose Bangladesh to tariff shocks before adequate mitigation measures are in place.

"Proceeding with graduation under the existing timeline could entail significant risks to macroeconomic stability, export performance, employment and poverty reduction," the letter reads.

Bangladesh has already formulated its Smooth Transition Strategy with support from the United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN-DESA) and established a high-level steering committee, chaired by the Head of Government, to oversee its implementation.

However, several structural reforms-including customs modernisation, energy-sector reforms and export diversification-remain behind schedule owing to cumulative shocks.

The letter also refers to findings from an independent Graduation Readiness Assessment commissioned by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States (UN-OHRLLS), which reportedly concluded that the preparatory period had been "severely disrupted" and cautioned that graduation in November 2026 may not fully align with the UN principle of avoiding disruption to development progress.

"Such an extension would provide the necessary policy space to stabilize the macroeconomic situation, consolidate reforms, and ensure that Bangladesh's graduation is fully consistent with the shared objective of sustained and inclusive development," Siddiky has written.

Welcoming the initiative of the newly elected government, Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA) President Mohammad Hatem says they hope the new cabinet will formally decide to defer LDC graduation.

"We met the new Prime Minister before the election, and he also expressed his concerns regarding the graduation," Hatem told the FE.

He holds the hope that the government would submit a strong technical analysis in favour of deferring graduation.

The BKMEA president says if the government succeeds in securing the deferral, it would help ensure a smoother transition plan to address potential graduation shocks-something he claims had not been adequately undertaken by the previous government.

"There was even an incident of stepping back from the graduation move just a week before the deadline," he mentions.

newsmanjasi@gmail.co